দৈনিক জনকণ্ঠ

19 APR 2003

পৃষ্ঠা ... ১

বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছে ॥ শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর নির্যাতন-হয়রানি এখন চরমে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেআইনীভাবে চাকরিচ্যুত, সাময়িক বরখাস্ত, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধা প্রদানসহ তাদের ওপর নানা রকম হয়রানি-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এমন কোন জেলা এবং উপজেলা নেই যেখানে বেসরকারী শিক্ষকরা এ ধরনের ঘটনার শিকার হচ্ছেন না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে ঢাকার ডেমরা এলাকায়। শুক্রবার বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এসব তথ্য।

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের অনেক স্থানে বেসরকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে সাদা কাগজে পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। ঢাকার ডেমরা এলাকায় দক্ষিণ টেংরা সারুলিয়া হাজি, রহমত উল্লাহ ফোরকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের (যেখানে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে রয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ) দু'জন স্থায়ী শিক্ষক নাজমা পারভীন ও আব্দুল মান্নানকে গত বছরের ২ জুন থেকে কোন রকম কারণ দর্শানো ছাড়াই স্কুলে যেতে দেয়া হচ্ছে না। এমনকি তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতাও আটকে রাখা হয়েছে ওই সময় থেকে। এ অবস্থায় স্কুলটিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য গত ১১ এপ্রিল দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার প্রেক্ষাপটে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, ওই দু'জন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত করার পাঁয়তারা চলছে। এ অবস্থায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে গত ১৪ এপ্রিল ওই স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সালাহউদ্দিন আহমেদ এমপি ও কমিটির অন্য সদস্যদের একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। এতে নাজমা পারভীন ও আব্দুল মান্নানকে যাতে বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনে বাধা না দেয়া হয় সে জন্য এবং তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইন বহির্ভূত উপায়ে তাদের কর্মচ্যুত করে তদস্থলে অন্য কাউকে নিয়োগ দান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া বিষয়টি নিয়ে স্কুল পরিচালনা কমিটির সঙ্গে ফেডারেশন প্রতিনিধিদের আলোচনায় মিলিত হওয়ারও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়েরসহ বিভিন্ন রকম আইনী পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। এ জন্য সক্রিয় রয়েছে ফেডারেশনের "আইনী সহায়তা প্রদান সেল"। নির্যাতিত শিক্ষকদের মধ্যে যারা এখনও "আইনী সহায়তা প্রদান সেল" বরাবরে নির্ধারিত ফরমে তথ্য জমা দেননি তাঁদের জরুরীভিত্তিতে ফেডারেশন কার্যালয়ে (১২২ গ্রীনরোড, সাজেদা ম্যানশন, তৃতীয় তলা, ফার্মগেট, ঢাকা) হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে তথ্য জমা দেয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির অতিরিক্ত মহাসচিব খান মোশাররফ হোসেনসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।